১ ডিসেম্বর

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬

এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার

Stop AIDS. Keep the Promise.

জাতীয় এইডস /এসটিডি প্রোগ্রাম
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ উপলক্ষে বিশেষ ক্রোড়পত্র- ১ ডিসেম্বর ২০০৬, ১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৩

জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম, স্বাস্থ্য অধিদপ্তর, স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়।

بسم الله الرحمن الرحيم

রাষ্ট্রপতি
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ
ঢাকা।

১৭ অগ্রহায়ণ ১৪১৩
০১ ডিসেম্বর ২০০৬

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও নানা কর্মসূচির মধ্য দিয়ে 'বিশ্ব এইডস্ দিবস' উদ্‌যাপনের উদ্যোগকে আমি স্বাগত জানাই।

এইডস্ মানব জাতি ও সভ্যতার জন্য হুমকি স্বরূপ। ভয়াবহ এ রোগ থেকে সমাজ ও সভ্যতাকে বাঁচাতে এর বিরুদ্ধে ব্যাপক জনসচেতনতা সৃষ্টি এবং প্রতিরোধমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করতে হবে। আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশসমূহে এইডস্‌ের রয়েছে ক্রমবর্ধমান বিস্তার। জনবহুল দেশ হিসেবে আমাদের জনগণকে এইডস্‌ের ভয়াবহতা থেকে রক্ষা করতে এইডস্‌ের সংক্রামণ ও প্রতিকারের দিকগুলো দেশের সকল অঞ্চলের জনগণের মাঝে পৌঁছে দিতে হবে। এইডস্‌ের বিরুদ্ধে সোচ্চার ও কার্যকরী পদক্ষেপ গ্রহণে আমি সরকারি ও বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি সচেতন মহলকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানাই। এইডস্ মুক্ত সমাজ গড়তে আমাদের সম্মিলিত অঙ্গীকার অর্থবহ অবদান রাখতে সক্ষম হবে বলে আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

আমি বিশ্ব এইডস্ দিবস উপলক্ষে গৃহীত কর্মসূচির সাফল্য কামনা করি।

আল্লাহ হাফেজ, বাংলাদেশ জিন্দাবাদ।

প্রফেসর ড. ইয়াজউদ্দিন আহম্মেদ

সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

২০০১ সালের জুন মাসে এইডস বিষয়ে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম বিশেষ অধিবেশনে বিশ্বের বিভিন্ন দেশের সরকারসমূহ এইডস প্রতিরোধে 'অঙ্গীকারাবদ্ধ' হয়েছেন। এইডস প্রতিরোধে আমাদের জাতীয় পর্যায়ে কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে এবং পরিকল্পিত কর্মসূচি বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়নে সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টা গ্রহণ করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশে এইডস-এর সংক্রমণ কম হলেও সুঁই-সিরিঞ্জ-এর মাধ্যমে মাদকদ্রব্য গ্রহণকারীদের মধ্যে এই রোগের সংক্রমণ দ্রুত বৃদ্ধি পাচ্ছে। এজন্য আমাদের দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ নিতে হবে। জনগণের মধ্যে এইচআইভি/এইডস-এর বার্তা/তথ্য প্রদান করে এইডস প্রতিরোধে সর্বস্তরের মানুষের সক্রিয় অংশগ্রহণ নিশ্চিত করার মাধ্যমে এইডস প্রতিরোধে আমাদের অঙ্গীকার রক্ষা করতে হবে। এবছরের বিশ্ব এইডস দিবস আমাদের এই আহ্বান জানাচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারি এবং বিভিন্ন বেসরকারি প্রতিষ্ঠান ও সংগঠন বিশ্ব এইডস দিবস পালনের লক্ষ্যে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। আমি বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৬-এর সকল মহতি উদ্যোগকে স্বাগত জানাই।

(এ, কে, এম, জাফর উল্লা খান)

মহাপরিচালক
স্বাস্থ্য অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মতো বাংলাদেশেও আজ বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ যথাযথভাবে পালিত হচ্ছে। দেশব্যাপী উপজেলা, জেলা, বিভাগীয় পর্যায়ে বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি প্রতিষ্ঠানে বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপনের জন্য ব্যাপক উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছে।

বর্তমানে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার এ অঞ্চলের যেকোনো দেশের তুলনায় অনেক কম। কিন্তু ঝুঁকিপূর্ণ যৌন আচরণ, ড্রাগ ব্যবহার, ভ্রান্ত ধারনা ও বিশ্বাস, দারিদ্র, অজ্ঞতা, অশিক্ষা, কুসংস্কার, বেকার সমস্যা ইত্যাদি কারণে ক্রমেই দেশে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের হার বেড়ে চলেছে। এমতাবস্থায় এইচআইভি/এইডস মহামারী প্রতিরোধে সমন্বিতভাবে সর্বাত্মক কর্মসূচি গ্রহণ এবং বাস্তবায়ন করতে হবে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রামের মাধ্যমে জাতীয়ভাবে কাজ করে চলেছে। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণের সাথে জড়িত নারী, পুরুষ, যুবক-যুবতী, কিশোর-কিশোরী এবং সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ এই কর্মসূচির মূল লক্ষ্য।

এবারের বিশ্ব এইডস দিবসে 'এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার' এই শ্লোগানকে সামনে রেখে আসুন সমন্বিত কার্যক্রমের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ করি।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬-এর সর্বাত্মক সাফল্য কামনা করি।

(ডাঃ মোঃ শাহজাহান বিশ্বাস)

এইচআইভি ও এইডসঃ প্রতিরোধই একমাত্র উপায়

ডাঃ মোঃ আব্দুস সেলিম
প্রোগ্রাম ম্যানেজার
জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি)

ভূমিকা

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ -এর প্রতিপাদ্য বিষয় Accountibility; জবাবদিহিতা এবং মূল শ্লোগান Stop AIDS.Keep the promise; এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার।

বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থা ও জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক ১৯৮৮ সালে প্রথমবারের মতো ১লা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস পালন করা হয়। ক্রমেই বিশ্ব এইডস দিবস বিশ্বের প্রতিটি দেশে এবং প্রতিটি সমাজে ছড়িয়ে পড়ে যা বিশ্বব্যাপি এক ব্যাপক ও বৃহৎ দিবসে পরিণত হয়েছে। ১৯৯৭ সালে ইউএনএইডস-এর উদ্যোগে বিশ্ব এইডস দিবসের মূল সুর শুধু দিবস পালনের মধ্যে সীমাবদ্ধ না থেকে বরং সারা বছর ধরেই বিশ্ব এইডস প্রচারাভিযানে রূপ নেয়। বিশ্ব এইডস প্রচারাভিযান এখন সারাবিশ্বে নেতৃবর্গের মধ্যে অঙ্গীকার পালন ও জবাবদিহিতা তৈরির লক্ষ্যে সহায়তা প্রদান করছে। ২০০১ সালের ২৫-২৭ জুন নিউইয়র্কে অনুষ্ঠিত এইডস বিষয়ক জাতিসংঘ বিশেষ সাধারণ সভায় "ডিক্লারেশন অব কমিটমেন্ট অন এইচআইভি/এইডস" গৃহীত হয়। এইডস মহামারী মোকাবেলার জন্য মূল বিষয়গুলো এই ডিক্লারেশন-এ চিহ্নিত করা হয়েছে। 'মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল' কর্তৃক এইডস মহামারী মোকাবেলায় সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ -এর প্রতিপাদ্য বিষয় এবং মূল শ্লোগান উল্লিখিত ডিক্লারেশনগুলোর আলোকেই প্রণীত।

বিশ্ব পরিস্থিতিঃ

এ পর্যন্ত কয়েক কোটি মানুষ এইচআইভি/এইডস-এর সংক্রমণে মৃত্যুবরণ করেছে এবং লক্ষ লক্ষ মানুষ এগিয়ে যাচ্ছে মৃত্যুর দিকে। ইউএনএইডস-এর ২০০৬ সালের প্রতিবেদন অনুযায়ী বিশ্বে প্রায় ৩ কোটি ৮৬ লক্ষ লোক এইচআইভি/এইডস-এ আক্রান্ত রয়েছে এর মধ্যেই ১ কোটি ৭৩ লক্ষ মহিলা যার ১ কোটি ৩২ লক্ষই সাব-সাহারান আফ্রিকার অধিবাসী। প্রায় ৪১ লক্ষ লোক ২০০৫ সালে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে এবং ২৮ লক্ষ লোক এইডস এবং এইডস জনিত রোগে মৃত্যুবরণ করেছে। মহামারীর শুরু থেকে এ পর্যন্ত প্রায় ২ কোটি ৫০ লক্ষ লোক এইডস-এ মৃত্যু বরণ করেছে। সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলে মোট সংক্রমণের দুই তৃতীয়াংশে অর্থাৎ প্রায় ২ কোটি ৪৫ লক্ষ লোক এইচআইভি সংক্রমিত রয়েছে। পূর্ব ইউরোপ এবং কেন্দ্রীয় এশিয়ায় শুধু ২০০৫ সালেই ২ লক্ষ ২০ হাজার লোক নতুনভাবে সংক্রমিত হয়েছে।

আঞ্চলিক পরিস্থিতিঃ

এশিয়া অঞ্চলে আনুমানিক ৮৩ লক্ষ লোক এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ে বসবাস করছে। এর মধ্যে ১ লক্ষ ৮০ হাজার হচ্ছে শিশু। ২০০৫ সালে প্রায় ৯ লক্ষ ৩০ হাজার মানুষ এ অঞ্চলে নতুন করে এইচআইভি সংক্রমিত হয়েছে। এশিয়া অঞ্চলের ভারত ও চীনে এইচআইভি মহামারী মারাত্মক আকার ধারণ করেছে। এই দুই দেশের মোট জনসংখ্যা একত্রে ২.২৫ বিলিয়ন। বর্তমানে চীনে ৬ লক্ষ ৫০ হাজার লোক এইচআইভি সংক্রমিত রয়েছে। থাইল্যান্ডে মোট জনসংখ্যার ১.৪% এইচআইভি সংক্রমিত রয়েছে। মায়ানমারে ২০০৫ সাল পর্যন্ত এইচআইভি সংক্রমিত লোকের সংখ্যা ৩ লক্ষ ৬০ হাজার। পাকিস্তানে আনুমানিক ৮৫ হাজার লোক এইচআইভি সংক্রমিত রয়েছে। এইচআইভি সংক্রমিত জনবহুল দেশ হিসেবে দক্ষিণ আফ্রিকার পরেই রয়েছে ভারত। ২০০৫ সালে আনুমানিক ৫২ লক্ষ লোক ভারতে এইচআইভি সংক্রমিত বলে জানা গেছে।

বাংলাদেশ পরিস্থিতিঃ

বাংলাদেশে ১৯৮৯ সালে প্রথম এইচআইভি সংক্রমিত ব্যক্তি সনাক্ত করা হয়। ২০০৬ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত এইচআইভি সংক্রমিতের সংখ্যা ৮৭৪ (রিপোর্টেড কেস) এবং এইডস আক্রান্তের সংখ্যা ২৪০ জন, যার মধ্যে ১০৯ জন মৃত্যুবরণ করেছে। সংখ্যা হিসেবে বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের হার অনেক কম। সংজ্ঞা অনুযায়ী বাংলাদেশ কম ঝুঁকিপূর্ণ দেশ হলেও সংক্রমণের জন্য সকল ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ ও পরিবেশ বাংলাদেশে বর্তমান রয়েছে। বাংলাদেশ ভৌগোলিকভাবেও ঝুঁকির মধ্যে রয়েছে। দীর্ঘ সীমান্ত এলাকা,যৌন ব্যবসা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠী ও সাধারণ মানুষের যোগসূত্র, শ্রমিক অভিবাসন, জেন্ডার বৈষম্য, দারিদ্র, শিক্ষার অনগ্রসরতা, যুব সম্প্রদায়ের মধ্যে নেশার আধিক্য,স্বাস্থ্যক্ষেত্রে অপ্রতুল সেবা, এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে সচেতনতার অভাব বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের উল্লেখ্যযোগ্য কারণ হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে।

বাংলাদেশে বাণিজ্যিক যৌনকর্মীর সংখ্যা কম নয় এবং অনেক পুরুষ এসব যৌনকর্মীর কাছে যায়। উপরোক্ত অধিকাংশ পুরুষ বাণিজ্যিক যৌনকর্মীদের সঙ্গে যৌনমিলনের সময় কনডম ব্যবহার করে না। কিছু এলাকায় ইনজেকশনের মাধ্যমে নেশা গ্রহণকারীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণের হার কয়েক বছরের মধ্যে ৭%-এ পৌঁছে গেছে যার সাথে যোগ হয়েছে হেপাটাইসিস সি সংক্রমণ (কেন্দ্রীয় অঞ্চলে ৫৯%)।

তরুণদের মধ্যে যৌন প্রবণতা ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং অনেকে অল্প বয়সে যৌনক্রিয়ায় অভ্যস্ত হয়ে পড়ছে। যুব সম্প্রদায়ের মাঝে পরিচালিত এক জরিপে দেখা গেছে ১৫ থেকে ২৪ বছর বয়সের তরুণদের মধ্যে গ্রামের ৪৮% এবং শহর এলাকার ৪৫% ১৫ থেকে ১৭ বছর বয়সের মধ্যেই প্রথম যৌন অভিজ্ঞতা লাভ করেছে। বেশির ভাগের এই বিবাহপূর্ব যৌন অভিজ্ঞতার শুরু তাদের মেয়ে বন্ধুদের সাথে (৫৮%) এবং তারপর বাণিজ্যিক যৌনকর্মীর সাথে (২৬%)। তরুণদের মধ্যে যৌন রোগের প্রবণতা অনেক বেশি বলেই এ জরিপে প্রতীয়মান হয়। এই জরিপে প্রায় ২৫% তরুণ এবং ২১% তরুণীর মধ্যে যৌনরোগের লক্ষণ পাওয়া গেছে।

যৌন সংক্রমণ প্রতিরোধ ও লক্ষণ সম্পর্কে তরুণ-তরুণীদের জ্ঞান খুবই সীমিত। বেশির ভাগই জানে না যে যৌন সংক্রমণের কারণে এইচআইভি সংক্রমিত হওয়ার আশংকা বহুগুণে বেড়ে যায়। এই জরিপে প্রতীয়মান হয় ৫%এর কম তরুণ-তরুণী জানে যে যৌন সংক্রমণ থাকলে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি বেড়ে যায়।

প্রতিরোধই একমাত্র উপায়ঃ

এখনও পর্যন্ত সারাবিশ্বে প্রতিরোধ ব্যবস্থাই এইডস থেকে বাঁচার একমাত্র উপায় হিসেবে বিবেচিত রয়েছে। প্রতিবছর নতুন সংক্রমণের সংখ্যা এবং এইডস এ মৃতের সংখ্যা বাড়ছে। এখনও পর্যন্ত এইচআইভি সংক্রমিত এবং সংক্রমিত হওয়ার ঝুঁকিতে রয়েছে এমন প্রতি ৫ জনের ১ জন প্রতিরোধ সেবার আওতায় এসেছে বাকী ৪ জনের কাছে এখনও সেবা ও তথ্য পৌঁছানো সম্ভব হয়নি। প্রতি ৮ জনের ১ জন টেষ্ট এর সুযোগের আওতায় এসেছে। বিশ্বে প্রতিদিন প্রায় ১৮০০ শিশু এইচআইভি সংক্রমিত হচ্ছে এবং তাদের অধিকাংশই নবজাত। ২০০৫ সালে গর্ভবতী মহিলাদের মাত্র ৯% কে (স্বল্প ও মধ্য পর্যায়ের উপার্জনক্ষম দেশের) ও তাদের সন্তানদের প্রতিরোধ সেবা দেওয়া সম্ভব হয়েছে। এইডস মহামারী ঠেকাতে প্রতিরোধ কর্মসূচিকে আরো প্রসারিত ও উন্নত করতে হবে এবং চিকিৎসা সেবা ও সহায়তা সমন্বিতভাবে ক্রমান্বয়ে বাড়াতে হবে।

এইডস প্রতিরোধে আন্তর্জাতিক ও জাতীয় উদ্যোগঃ

এইডস প্রতিরোধ আন্দোলন ও চিকিৎসায় বিগত ২৫ বছরে যথেষ্ট সাফল্য অর্জিত হয়েছে। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হচ্ছে, ২০০১ থেকে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ কর্তৃক এইডস বিষয়ে বিশেষ অধিবেশন আয়োজন যা বিশ্বব্যাপি উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে। বেশ কিছু দেশ ডিক্লারেশন অব কমিটমেন্ট অন এইচআইভি/এইডস -এর লক্ষ্য অর্জন করতে পেরেছে। কয়েকটি দেশ চিকিৎসা সেবা ব্যবস্থা স্থাপন করতে পেরেছে যদিও চিকিৎসা সেবা এখনও অপ্রতুল। পৃথিবীর বেশির ভাগ দেশেই এইডস প্রতিরোধ, রাজনৈতিক অঙ্গীকার এবং জাতীয়ভাবে সহযোগীদের সমন্বয়ে অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। গত ৫ বছরে চিকিৎসা সেবার প্রসারে দ্রুত ও নাটকীয় অগ্রগতি সাধিত হয়েছে। ২০০৫ সালে ১ কোটি ৬৫ লক্ষ লোক HIV টেষ্ট ও কাউন্সেলিং সেবার আওতায় এসেছে। ৫৮ টি দেশে এখন ৭৪% প্রাথমিক বিদ্যালয় এবং ৮১% মাধ্যমিক বিদ্যালয়ে এইডস প্রতিরোধ শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের ক্ষেত্রে এইচএনপিএসপি-এর আওতায় বেসরকারী সংস্থা ও উন্নয়ন সহযোগীদের সাথে অংশীদারিত্ব এবং সু-সম্পর্ক সৃষ্টির মাধ্যমে বাংলাদেশ সরকার উদ্যোগী ভূমিকা গ্রহণ করেন। সরকারের জাতীয় এইডস/এসটিডি প্রোগ্রাম (এনএএসপি) দেশব্যাপি এইচআইভি/এইডস কর্মসূচি বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। সরকারের পক্ষ থেকে উচ্চপর্যায়ে নেতৃত্ব প্রদান ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে সুযোগ সৃষ্টি করার লক্ষ্যে স্বাস্থ্য অধিদপ্তরের অধীনে এনএএসপি প্রতিষ্ঠা করা হয়। নীতি নির্ধারণ, তথ্য সরবরাহ ও সমন্বয় এবং কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনএএসপি সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধকল্পে বাংলাদেশ সরকার ১৯৮৫ সালে গঠন করেছেন জাতীয় এইডস কমিটি (এনএসি) যার প্রধান পৃষ্ঠপোষকতায় রয়েছেন বাংলাদেশের মহামান্য রাষ্ট্রপতি স্বয়ং। জাতীয় এইডস কমিটিকে সহায়তার জন্য রয়েছে একটি টেকনিক্যাল কমিটি। জাতীয় পর্যায়ে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ব্যক্তিগণ এই কমিটির সদস্য।

১৯৮৭ সালে বাংলাদেশ সরকার প্রথম এইচআইভি/এইডস কার্যক্রম শুরু করেন এবং ১৯৮৯ সালে ৩ বছর মেয়াদী মধ্যবর্তী পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়। এই পরিকল্পনার আওতায় ১৯৯০ সালে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি সম্প্রসারণ করা হয়।

১৯৯৭ সালে নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন বিষয়ক জাতীয় কৌশল প্রণয়ন করা হয়। এপর্যন্ত সারাদেশে ৯৮টি নিরাপদ রক্ত পরিসঞ্চালন কেন্দ্র চালু করা হয়েছে যেখানে এইচআইভি, সিফিলিস, হেপাটাইসিস বি ও হেপাটাইটিস সি এবং ম্যালেরিয়ার পরীক্ষা করা হয়। ২০০২ সালে এবিষয়ে আইন প্রণয়ন করা হয়। ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস ও যৌনরোগ বিষয়ক নীতিমালা মন্ত্রীপরিষদ কর্তৃক অনুমোদিত হয়। ১৯৯৭-২০০২ বছরের জন্য প্রথম জাতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা প্রণয়ন করা হয়।

বর্তমানে পরিচালিত কর্মসূচিঃ

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ প্রকল্প (HAPP)ঃ এইচআইভি/এইডস প্রিভেনশন প্রজেক্ট (HAPP) সরকারের একটি বৃহৎ কর্মসূচি যা বাংলাদেশ সরকার, বিশ্ব ব্যাংক ও ডিএফআইডি-এর অর্থায়নে বাস্তবায়ন করা হচ্ছে। ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ নিয়ন্ত্রণ এবং সাধারণ জনগোষ্ঠির মধ্যে সংক্রমণ সীমিত রাখা, ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির প্রতি অপবাদ ও বৈষম্য নিরসন এই প্রকল্পের মূল লক্ষ্য। এই প্রকল্প ২০০৭ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত চলবে। পর্যায়ক্রমে এই কর্মসূচি বর্তমানে পরিচালিত এইচএনপিএসপি-এর অধীনে বাস্তবায়ন করা হবে। এই প্রকল্পের মূল উপাদানগুলো হচ্ছে - (১) ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠির মধ্যে কর্মতৎপরতাঃ (২) এ্যাডভোকেসি ও যোগাযোগঃ (৩) নিরাপদ রক্তঃ নিরাপদ রক্ত প্রাপ্তি, স্বেচ্ছায় রক্তদানে উৎসাহিতকরণ, গুণগতমান নিশ্চিতকরণ, নীতিমালা প্রণয়ন। (৪) প্রাতিষ্ঠানিক সক্ষমতা ও কারিগরি সহায়তা।

জিএফএটিএম সহায়তাঃ এইডস ও ম্যালেরিয়া প্রতিরোধে বাংলাদেশ "গ্লোবাল ফান্ড টু ফাইট এইডস, টিউবারকিউলসিস এন্ড ম্যালেরিয়া" এর দ্বিতীয় পর্যায়ের আর্থিক সহায়তা বাংলাদেশ পেয়েছে। এর আওতায় ১৫-২৪ বছর বয়সী তরুণ-তরুণীদের মধ্যে এইচআইভি সংক্রমণ প্রতিরোধ ও দেশকে এই মহামারী থেকে রক্ষা করার লক্ষ্যে কর্মসূচি নেওয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ গ্লোবাল ফান্ড-এর ষষ্ঠ পর্যায়ের ফান্ড পাওয়ার জন্য মনোনয়ন পেয়েছে। ২০০৭ সালের শুরু থেকে এই ফান্ডের মাধ্যমে আরো নিবিড় কর্মসূচির মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে অগ্রগতি অর্জন সম্ভব হবে।

বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থার দ্বিবার্ষিক সহায়তা (বেইনুনিয়াম)ঃ বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা এনএএসপির কারিগরি দক্ষতা বৃদ্ধি, সমন্বয় দক্ষতা ও কর্মসূচি বাস্তবায়ন, এইচআইভি প্রতিরোধ, সেবা ও সহায়তা কার্যক্রম উন্নয়ন, কাউন্সেলিং ও সারভাইল্যান্স, নিরাপদ রক্ত কার্যক্রম এবং জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়নে সহায়তা প্রদান করেছে।

এনজিওদের উদ্যোগঃ

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কার্যক্রমের শুরু থেকে এনজিওসমূহ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করছে। পলিসি-এডভোকেসি, রিসার্চ ও কর্মসূচি বাস্তবায়নে এনজিওদের ভূমিকা উল্লেখযোগ্য। সক্রিয় এনজিওদের একটি জাতীয় নেটওয়ার্ক রয়েছে। সরকার ও দাতা সংস্থাদের সহায়তায় এনজিওসমুহ এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে তাদের ভূমিকা অব্যাহত রেখেছে। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সমাজের সকলের অংশগ্রহণ অত্যন্ত গুরুত্বপুর্ণ। বর্তমানে এনজিওসমূহ সচেতনতা বৃদ্ধি, আচরণ পরিবর্তনমূলক যোগাযোগ, ভলান্টারী কাউন্সেলিং, এইচআইভি পরীক্ষা এবং যৌন রোগ ব্যবস্থাপনা ও সেবামূলক কার্যক্রম পরিচালনা করে সক্রিয় ভূমিকা পালন করছে।

ভবিষ্যৎ দিক নির্দেশনা ও কর্মকৌশলঃ

বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস পরিস্থিতি পর্যালোচনা, ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ মহামারীর জন্য ঝুঁকিসমূহ এবং এপর্যন্ত বাস্তবায়িত কার্যক্রমগুলো বিশ্লেষণ করে দ্বিতীয় জাতীয় কর্মকৌশল পরিকল্পনা (২০০৪-২০১০) প্রণয়ন করা হয়েছে। এই পরিকল্পনার মূল লক্ষ্য অর্জনের জন্য ৫টি কর্মসূচিভিত্তিক উদ্দেশ্যের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে এবং সে অনুযায়ী কর্মকৌশল নির্ধারণ করা হয়েছে। এই উদ্দেশ্যগুলো হলোঃ ১. অগ্রাধিকারভিত্তিক জনগোষ্ঠিকে সেবা ও সহায়তা প্রদান, ২. বাংলাদেশে এইচআইভি সংক্রমণের ঝুঁকি-প্রতিরোধ, কমানো, ৩. স্বাস্থ্য সেবা ব্যবস্থায় নিরাপদ ও নিরাপত্তামূলক কর্মচর্চা বৃদ্ধি, ৪. এইচআইভি/এইডস নিয়ে বসবাসকারীদের জন্য সেবা ও সহায়তা প্রদান, ৫. এইচআইভি/এইডস মহামারীর প্রভাব প্রশমিত করা।

উপসংহারঃ

"এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার" এই শ্লোগানকে সামনে রেখে এইচআইভি/এইডস সম্পর্কে গণসচেতনতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে বিশ্বের অন্যান্য দেশের ন্যায় বাংলাদেশেও ব্যাপক সাড়া পাওয়া গেছে। সরকারি, আধাসরকারি, স্বায়ত্বশাসিত, বেসরকারি ও অন্যান্য প্রতিষ্ঠান এবং সুশীল সমাজ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন উপলক্ষে বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। উদ্‌যাপন করা হচ্ছে সচেতনতার উৎসব। এইডস প্রতিরোধ আন্দোলনের পাশাপাশি ইতিমধ্যে যারা এ এইচআইভি/এইডস আক্রান্ত হয়েছেন তাদের প্রতি আমাদের সকলের সহানুভূতিশীল হতে হবে। তাদের প্রতি আমাদের বাড়িয়ে দিতে হবে সাহায্যের হাত। কোনোভাবেই তাদের প্রতি আমাদের ঘৃণা বা বৈষম্যমূলক আচরণ করা উচিত নয়। এজন্য আমাদের সবার আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন প্রয়োজন, প্রয়োজন সম্মিলিত প্রয়াস।

بسم الله الرحمن الرحيم

উপদেষ্টা
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্বের অন্যান্য দেশের মত যথাযথ গুরুত্বের সাথে বাংলাদেশেও পহেলা ডিসেম্বর বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৬ পালন করা হচ্ছে। এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার লক্ষ্যে প্রতিবছর বিশ্বব্যাপী এ দিবসটি পালন করা হয়।

এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের ক্ষেত্রে বাংলাদেশে অত্যন্ত নিম্ন মাত্রা বিরাজ করছে। কিন্তু এতে আমাদের আত্মতুষ্টিতে ভোগার কোন অবকাশ নেই। প্রতিবেশি দেশ সমূহে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের বিরাজমান উচ্চমাত্রা এবং দেশের অভ্যন্তরে ঝুঁকিপূর্ণ জনগোষ্ঠীর অবস্থানের কারণে যে কোন সময়ে আমাদের দেশেও এ রোগ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়তে পারে। ফলে এ রোগ প্রতিরোধের উপায় সম্পর্কে জনগণের মধ্যে ব্যাপক সচেতনতা গড়ে তুলতে হবে এবং ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ পরিবর্তনের প্রচেষ্টা চালাতে হবে। জাতীয় পর্যায়ের প্রতিরোধ কর্মসূচি জোরদার করার সাথে সাথে আঞ্চলিক এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতা সুদৃঢ় করার মাধ্যমে মানব সভ্যতার জন্য হুমকি এ মরণ ব্যাধী থেকে জনগণকে রক্ষা করতে সরকার বদ্ধ পরিকর। এ লক্ষ্য অর্জনে জনগণের মধ্যে সচেতনতা গড়ে তোলার সাথে সাথে ধর্মীয় ও সামাজিক অনুশাসন অনুশীলন এবং নৈতিক মূল্যবোধ সমুন্নত করতে হবে।

২০০১ সালে অনুষ্ঠিত জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদের ২৬তম বিশেষ অধিবেশনে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এইডস প্রতিরোধে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হয়। এ অঙ্গীকার বাস্তবায়নে বাংলাদেশ অত্যন্ত আন্তরিক। ইতোমধ্যেই বাংলাদেশ এইডস প্রতিরোধে জাতীয় কর্মকৌশল প্রণয়ন করেছে এবং কার্যকর কর্মসূচিও গ্রহণ করেছে। এ রোগ প্রতিরোধের পাশাপাশি আক্রান্তদের প্রতি বৈষম্যমূলক আচরণ পরিহারেও জনগণকে সচেতন করতে হবে বলে আমি মনে করি।

এ বছরে বিশ্ব এইডস দিবসের শ্লোগান নির্ধারণ করা হয়েছে 'Stope AIDS.Keep the Promise' এর বাংলা রূপ করা হয়েছে 'এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার'। এ শ্লোগানের আলোকে স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয় ও বিভিন্ন বেসরকারি সংস্থা বিশেষ কর্মসূচি গ্রহণ করেছে। গৃহীত কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে গণসচেতনতা গড়ে তুলতে আমি সমাজের সচেতন মহলকে কার্যকরভাবে অংশ গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। আসুন, আমরা সম্মিলিতভাবে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ হই এবং একসাথে কাজ করি।

বিশ্ব এইডস দিবস-২০০৬-এর সকল আয়োজন সফল হউক।

অধ্যাপক (এ্যামিরেটাস) সুফিয়া রহমান

অতিরিক্ত সচিব
স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ মন্ত্রণালয়
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
ফোকাল পয়েন্ট, এইচআইভি/এইডস
সভাপতি, বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপন কমিটি।

বাণী

প্রতিবছরের ন্যায় এ বছরও ১লা ডিসেম্বর, ২০০৬ বিশ্ব এইডস দিবস উদযাপিত হচ্ছে। দিবসটি উদযাপন উপলক্ষে দেশব্যাপি বিভিন্ন পর্যায়ে এইচআইভি/ এইডস-এর বিরুদ্ধে গণসচেতনতা বৃদ্ধির জন্য ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়েছে। এবারের বিশ্ব এইডস দিবসের শ্লোগান 'এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার' এবং প্রতিপাদ্য বিষয় জবাবদিহিতা অত্যন্ত সময়োপযোগী।

এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ বিশ্বের বিভিন্ন দেশের উপর ফেলেছে নেতিবাচক প্রভাব, বিপর্যস্ত করেছে জনজীবন। ঝুঁকিপূর্ণ আচরণ, অজ্ঞতা, অশিক্ষা ইত্যাদি কারণে বাংলাদেশেও এইচআইভি/এইডস সংক্রমণ বিস্তারের ঝুঁকি রয়েছে। এইচআইভি/এইডস মহামারী প্রতিরোধ করতে "মিলিনিয়াম ডেভেলপমেন্ট গোল" অর্জনে তথা ২০১৫ সালের মধ্যে এইচআইভি/এইডস সংক্রমণের গতি রোধ ও সংক্রমণ কমিয়ে আনার লক্ষ্য অর্জনে দেশীয়, আঞ্চলিক ও আন্তর্জাতিক সংস্থার সমন্বয় ও সহযোগিতার মাধ্যমে আমাদের এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধ কর্মসূচি বাস্তবায়ন করতে হবে।

সর্বস্তরের জনগণের মাঝে এইচআইভি/এইডসের বিরুদ্ধে ব্যাপক সচেতনতা বৃদ্ধি, সঠিক তথ্য প্রদান এবং ধর্মীয় মূল্যবোধ সৃষ্টি ও সংযত জীবন যাপনে মানুষকে উদ্বুদ্ধ করণের মাধ্যমে এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে সকল স্তরের মানুষের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করে আমাদের কাজ করতে হবে।

আমি বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬-এর সাফল্য কামনা করছি।

(মোঃ মনিরুল ইসলাম)

মহাপরিচালক
পরিবার পরিকল্পনা অধিদপ্তর
গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার

বাণী

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬ উপলক্ষে দেশব্যাপী বিভিন্ন কর্মসূচি গৃহীত হয়েছে। 'এইডস প্রতিরোধ আমাদের অঙ্গীকার' এই অঙ্গীকারাবদ্ধ হয়ে সচেতন করতে হবে সবাইকে। বাংলাদেশে এইচআইভি/এইডস-এর প্রকোপ এ অঞ্চলে অন্যান্য দেশের তুলনায় এখনও অনেক কম। তবে এ মহামারী থেকে রক্ষা পেতে প্রয়োজন সকলের সম্মিলিত প্রয়াস এবং জবাবদিহিতা।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধে যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণে সমাজের সকলেরই দায়িত্ব রয়েছে। কারণ দেশের প্রতিটি নাগরিকের যেমন অধিকার রয়েছে তেমনি দায়িত্বও অপরিসীম। আমাদের পরিবার থেকে শুরু হউক এই দায়িত্ববোধ এবং ক্রমান্বয়ে তা সমাজ, রাষ্ট্র ও আন্তর্জাতিক অঙ্গনে প্রসারিত হউক। জেন্ডার, মানবাধিকার, নৈতিকতা ও আইনগত দিক এবং এইচআইভি/এইডস সম্পর্কিত বিষয়গুলো মানব উন্নয়নের জন্য আজকের বিশ্বে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। এই বিষয়গুলো সম্পর্কে আমাদের আরো সচেতন হতে হবে, তাহলে অপবাদ ও বৈষম্য ভুলে আমরা আরো সহনশীল ও সহানুভূতিশীল হতে পারবো।

পাশ্ববর্তী দেশসমূহে তুলনামূলকভাবে এইচআইভি/এইডস এর প্রকোপ বেশি থাকায় ভৌগোলিক কারণে আমরা একটি নাজুক অবস্থানে রয়েছি। তাই আমাদেরকে সাবধানতা অবলম্বন করতে হবে এবং কোনক্রমেই যেন এইডস আমাদের দেশে মহামারী রূপে সংক্রমিত হতে না পারে। সেজন্য সামাজিক সচেতনতা বৃদ্ধি করতে হবে। এব্যাপারে পরিবার পরিকল্পনা বিভাগের মাঠকর্মীদের ব্যাপক ভূমিকা পালন করতে হবে।

এইচআইভি/এইডস প্রতিরোধের অঙ্গীকার পালন করে বাংলাদেশকে এইডস মহামারী থেকে মুক্ত রাখতে আসুন আমরা সবাই মিলে কাজ করি।

বিশ্ব এইডস দিবস ২০০৬-এর সকল উদ্যোগের সফলতা কামনা করি।

(মুহাম্মদ আব্দুল মান্নান)